দুই বাড়ি

দুই বাড়ি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক ▮ জিয়াউল হাসান নিয়াজ
প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

প্রকাশকাল ▮ আগস্ট ২০২৫
প্রচ্ছদ ▮ আহমাদ বোরহান
বর্ণবিন্যাস ▮ শিকদার কম্পিউটার্স
বানান সংশোধন ▮ শাহরিয়ার সুজন

ISBN ▮ 978-984-99694-1-9

অনলাইন পরিবেশক
॥ PBS.com ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ

রামতারণ চৌধুরী সকালে উঠিয়া বড় ছেলে নিধুকে বলিলেন, "নিধে, একবার হরি বাগদীর কাছে গিয়ে তাগাদা করে দ্যাখ দিকি। আজ কিছু না আনলে একেবারেই গোলমাল।"

নিধুর বয়েস পঁচিশ, এবার সে মোক্তারী পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছে, সম্ভবত পাশও করিবে। বেশ লম্বা দোহারা গড়ন, রঙ খুব ফরসা না হলেও তাহাকে এ পর্যন্ত কেউ কালো বলে নাই। নিধু কী একটা কাজ করিতেছিল, বাবার কথায় আসিয়া বলিল, "সে আজ কিছু দিতে পারবে না।"

"দিতে পারবে না তো আজ চলবে কী করে? তুমি বাপু একটা উপায় খুঁজে বার করো, আমার মাথায় তো আসচে না।"

"কোথায় যাব বলুন না বাবা? একটা উপায় আছে—ও পাড়ার গোঁসাই-খুড়োর বাড়িতে গিয়ে ধার চেয়ে আনি না হয়।"

"সেইখানে বাবা আর গিয়ে কাজ নেই—তুমি একবার বিন্দুপিসীর বাড়ি যাও দিকি।"

গ্রামের প্রান্তে গোয়ালাপাড়া। বিন্দু গোয়ালিনীর ছোট্ট চালাঘরখানি গোয়ালাপাড়ার একেবারে মাঝখানে। তাহার স্বামী কৃষ্ণ ঘোষ এ গ্রামের মধ্যে একজন অবস্থাপন্ন লোক ছিল। বাড়িতে সাত-আটটা গোলা, পুকুর প্রায় একশোর কাছাকাছি গরু ও মহিষ—কিছু তেজারতি কারবারও ছিল সেই সঙ্গে। দুঃখের মধ্যে ছিল এই যে, কৃষ্ণ ঘোষ নিঃসন্তান। অনেক পূজামানত করিয়াও আসলে কোনো

ফল হয় নাই। সকলে বলে স্বামীর মৃত্যুর পরে বিন্দুর হাতে প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা পড়িয়া ছিল।

বিন্দুর উঠানে দাঁড়াইয়া নিধু ডাকিল, "ও পিসী, বাড়ি আছ?"

বিন্দু বাড়ির ভিতর বাসন মাজিতেছিল, ডাক শুনিয়া আসিয়া বলিল, "কে গা? ও নিধু! কী বাবা কী মনে করে?"

"বাবা পাঠিয়ে দিলে।"

"কেন বাবা?"

"আজ খরচের বড় অভাব আমাদের। কিছু ধার না দিলে চলচে না পিসী।"

বিন্দু বিরক্তমুখে পিছন ফিরিয়া প্রস্থানোদ্যত হইয়া বলিল, "ধার নিয়ে বসে আছি তোমার সকালবেলা। গাঁয়ে শুধু ধার দ্যাও আর ধার দ্যাও। টাকাগুলো বারোভূতে দিয়ে না খাওয়ালে আমার আর চলছে না যে! হবে না বাপু, ফিরে যাও।"

নিধু দেখিল এই বুড়িই অদ্যকার সংসার চলিবার একমাত্র ভরসা, এ যদি এভাবে মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া যায়—তবে আজ সকলকে উপবাসে কাটাইতে হইবে। ইহাকে যাইতে দেওয়া হইবে না। নিধু ডাকিল, "ও পিসী, শোনো একটা কথা বলি।"

"না বাপু, আমার এখন সময় নেই।"

"একটা কথা শোনো না।"

বিন্দু একটু থামিয়া অর্ধেকটা ফিরিয়া বলিল, "কী বল না?"

"কিছু দিতে হবে পিসী। নইলে আজ বাড়িতে হাড়ি চড়বে না বাবা বলে দিয়েচে।"

"হাড়ি চড়বে না তো আমি কী করব? এত বড় বড় ছেলে বসে আছ চৌধুরী মশাইয়ের, টাকা-পয়সা আনতে পারো না? কী হলে হাঁড়ি চড়ে?"

"একটা টাকার কমে চড়বে না পিসী।"

"টাকা দিতে পারব না। ধামা নিয়ে এসো—দু'কাঠা চাল নিয়ে যাও।"

"বা রে! আর তেল-নুন, মাছ-তরকারির পয়সা?"

"চাল জোটে না—মাছ-তরকারি! লজ্জা করে না বলতে? চার-আনা পয়সা নিয়ে যাও আর দু'কাঠা চাল।"

"যাকগে পিসী, দাও তুমি আট আনা পয়সা আর চাল।"

বিন্দু মুখ ভারি করিয়া বলিল, "তোমাদের হাতে পড়লে কি আর ছাড়ান-কাড়ান আছে বাবা? যথাসর্বস্ব না শুষে নিয়ে এ গাঁয়ের লোক আমায় রেহাই দেবে কখনো? যাও তাই নিয়ে যাও—আমায় এখন ছেড়ে দ্যাও যে বাঁচি।"

নিধু হাসিয়া বলিল, "তোমায় বেঁধে রাখিনি তো পিসী—টাকা ফেলো—ছেড়ে দিচ্ছি।"

বিন্দু সত্যিই বাড়ির ভিতর হইতে একটা টাকা আনিয়া নিধুর হাতে দিয়া বলিল, "যাও, এখন ঘাড় থেকে নেমে যাও বাপু যে আমি বাঁচি।"

নিধু হাসিয়া বলে, "তা দরকার পড়লে আবার ঘাড়ে এসে চাপব বইকি!"

"আবার চাপলে দেখিয়ে দেব মজা। চেপে দেখো কী হয়।"

নিধু বাড়ি আসিয়া বাবার হাতে টাকা দিয়া বলিল, "বিন্দুপিসীর সঙ্গে এক-রকম ঝগড়া করে টাকা নিয়ে এলাম বাবা। এখন কি ব্যবস্থা করা যাবে?"

পিতাপুত্রের কথা শেষ হয় নাই এমন সময় পথের মোড়ে গ্রামের ছনু জেলেকে মাছের ডালা মাথায় যাইতে দেখা গেল। রামতারণ হাঁক দিলেন, "ও বাবা ছনু, শুনে যা—কী মাছ, ও ছনু?"

ছনু জেলে ইঁহাদের বাড়ির ত্রিসীমা ঘেঁষিয়া কখনো যায় না। সে বহুদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়া বুঝিয়াছে এ বাড়িতে ধার দিলে পয়সা পাইবার কোনো আশা নাই। আজ রামতারণের একেবারে সামনে পড়িয়া বড় বিব্রত হইয়া উঠিল। রামতারণ পুনর্বার হাঁক দিলেন, "ও ছনু, শোনো বাবা—কী মাছ?"

ছনু অগত্যা ঘাড় ফিরাইয়া এদিকে চাহিয়া বলিল, "খয়রা মাছ।"

"এদিকে এসো, দিয়ে যাও।"

গ্রামের মধ্যে ভদ্রলোকের সঙ্গে বেয়াদবি করা ছনুর সাহসে কুলাইল না, নয়তো মনের মধ্যে অনেক কড়া কথা রামতারণ চৌধুরীর বিরুদ্ধে জমা হইয়া ছিল।

সে কাছে আসিয়া ডালা নামাইয়া কহিল, "কত সের মাছ নেবেন?"

"দাও আনা দুইয়ের—দেখি।" বলিয়া রামতারণ চুপড়ির ভিতর হইতে নিজেই বড় বড় মাছ বাছিয়া তুলিতে লাগিলেন।

ছনু বলিল, "আর নেবেন না বাবু, দু-আনার মাছ হয়ে গিয়েচে।"

"বলি ফাউ তো দিবি? দু-আনার মাছ একজায়গায় একসঙ্গে নিচ্চি, ফাউ দিবিনে?"

মাছ দিয়া ডালা তুলিতে তুলিতে ছনু বিনীতভাবে বলিল, "বাবু, পয়সাটা?"

রামতারণ বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, "সে কী রে? সকালবেলা নাইনি ধুইনি, এখন বাক্স ছুঁয়ে পয়সা বার করব কী রে? তোর কি বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেল রে ছনু?"

ছনু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "না, না, তা বলিনি বাবু, তবে আর-দিনের পয়সাটা তো বাকি আছে কিনা। এই সবসুদ্ধ সাড়ে চার আনা পয়সা এই দুদিনের—আর ওদিকের দরুন ন'আনা।"

রামতারণ তাচ্ছিল্যের ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "যা, এখন যা—ওসব হিসেবের সময় নয় এখন।"

গ্রামের ভদ্রলোক বাসিন্দা যাঁরা, তাঁরা চিরকাল এইভাবে গ্রামের নিম্ন-শ্রেণীর নিকট হইতে কখনো চোখ রাঙাইয়া কখনো মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া ধারে জিনিসপত্র খরিদ করিয়া চালাইয়া আসিতেছেন—ইহা এ গ্রামের সনাতন প্রথা। ইহার বিরুদ্ধে আপীল নাই। সুতরাং ছনু মুখ বুজিয়া চলিয়া যাইবে ইহাই নিশ্চিত, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা